দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 7 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাড়তি ফি

বাড়ছে শিক্ষাবৈষম্য

এম এইচ রবিন ●

বছর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তিসহ বাড়তি ফির জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো। এসব পরিবার সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে বেশ বিপাকেই রয়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণে ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ হারাচ্ছে তারা। এর ফলে শিক্ষাবৈষম্য বাড়ছেই। মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্টজনরা।

বছরের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তিসহ বাড়তি ফি নেওয়ার অভিযোগে হৈচৈ একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও বেতন ফি বাড়তি নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অথচ এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যকর কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগী অভিভাবকদের। বরং এ বিষয়ে দায়সারা তদন্ত কমিটি আর শোকজ ইস্যুর হুঙ্কার দিয়েই ক্ষান্ত শিক্ষা প্রশাসন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালীদের মনোক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়েই মূলত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। ফলে নাস্তানাবুদ অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার পেছনে বাড়তি টাকা গুনতে বাধ্য হচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে না– অভিযোগ অভিভাবকদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণে বাড়ছে বৈষম্য। ধনী-গরিব সবার শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। পেশিশক্তির কাছে কেন শিক্ষা প্রশাসন মাথা নত করবে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার এবং আংশিক এমপিওভুক্ত ও এমপিওবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা। তবে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে সেশন

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

বাড়ছে শিক্ষাবৈষম্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ফি, উন্নয়ন ফি ও মাসিক বেতনসহ সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ এ নীতি মানছে না কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নানা ছলচাতুরীতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়তি ফি আদায় করছে।

কয়েকজন অভিভাবক জানিয়েছেন, রাজধানীর বকশীবাজার এলাকার অগ্রগামী শিশু নিকেতন স্কুলে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। ধানমণ্ডি ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে গত বছর টিউশন ফি ছিল ১১০০ টাকা। এ বছর নেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৪৫০ টাকা। এ ছাড়া শ্রেণিভেদে টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত। এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি নেওয়া হয়েছে ১১ হাজার টাকা। এ ছাড়া এখানে তিন মাসের অগ্রিম বেতন দেওয়ার শর্ত রয়েছে। এর প্রতিবাদে অভিভাবকরা আগামী ১০ জানুয়ারি অধ্যক্ষ বরাবর গণস্বাক্ষরসংবলিত স্মারকলিপি দেবেন বলে জানা গেছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষ শুরুর কয়েক মাস আগেই মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আন্দোলন করলেও কোনো প্রতিকার হয়নি।

এ ব্যাপারে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু অভিযোগ করে বলেন, উত্তরার মাইলস্টোনে ১২ হাজার টাকা, মতিঝিল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সাড়ে ১০ হাজার টাকা টিউশন ফি আদায় করা হচ্ছে। অভিভাবকরা প্রতিবাদ করলেই সন্তানদের ওপর শিক্ষকরা নির্যাতন করেন। পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দেন। যার কারণে অভিভাবকরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছেন না। শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন তারা। তাই মন্ত্রণালয় মনিটরিং করলে অভিভাবকরা উপকৃত হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে এবং গত বছরের জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন স্কুলের বিরুদ্ধে বাড়তি ফি আদায়ের অভিযোগ ওঠে। অষ্টম পে-স্কেল ঘোষণার পর সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাড়তি ভর্তি, সেশন ও টিউশন ফি নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়, হৈচৈ, তুঘলকি কাণ্ড ঘটে। এর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলেন অভিভাবকরা। পরে ২০১৬ সালের ৯ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে। এতে বলা হয়, বেসরকারি স্কুল ও কলেজে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফি ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাবে না। বাড়তি ফি আদায়ের আগে শিক্ষা প্রশাসনের অনুমোদন লাগবে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো তথ্যই নেই শিক্ষা প্রশাসনের কাছে।

এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের কাছে জানতে চাওয়া হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

এদিকে এবারও এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে ফরম পূরণ এবং ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় করা রাজধানীর স্কুল-কলেজগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তে নামছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের ৬টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদেরও রাখা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

কমিটিতে থাকা এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আমাদের সময়কে জানান, রাজধানীর বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবার ভর্তি ও এসএসসি-এইচএসসি স্তরে পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার অভিযোগ মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকেও আমরা অভিযোগ পাচ্ছি। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র দেখতে কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাড়তি ফি এবং বোর্ডের নির্দেশনার বাইরে কোনো অর্থ নেওয়া হয়েছে কিনা সেটি তদন্ত করবে কমিটি। কমিটিগুলো আগামী মাসের মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। আগের বছরের তদন্ত প্রতিবেদন কেন প্রকাশ করা হয়নি বা ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে এই কর্মকর্তা কোনো মন্তব্য করেননি।